আমার দেশ
বৃহস্পতিবার ১৫ নভেম্বর ২০০৭, ১ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

মানবসম্পদের বৈশিষ্ট্য

ড. এম. [illegible] রহমান

বর্তমান বিশ্বে যে দেশ শিল্প-কারখানা, খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে বেশি সমৃদ্ধ, সে দেশ তত উন্নত। অদূর ভবিষ্যতে যেসব দেশের মানবসম্পদ বেশি দক্ষ হবে, সেসব দেশও উন্নত দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এখনই উপযুক্ত সময়, আমাদের ১৫ কোটি জনসংখ্যাকে প্রথমে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করার।

আমাদের জীবনের প্রত্যাশা কী বা আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? উত্তরে বলা যায়, আমাদের জীবনের একমাত্র প্রত্যাশা বা লক্ষ্য নিছক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ।

মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হচ্ছে স্বার্থপরতা। ফলে আমরা সবকিছুরই বেশি বেশি প্রত্যাশা করি। এতে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশি বেশি পেয়ে থাকে। মানবসম্পদের বৈশিষ্ট্যের গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্যের ফলে দুজন মানুষের মধ্যে এ তফাত দৃশ্যমান হয়।

জীবনের সর্বোচ্চ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষের যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটাতে হয়। এ উন্নয়ন সম্ভব হয় জ্ঞান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও চৌকস (Smart) হওয়ার মধ্য দিয়ে। আমরা কাজের মাধ্যমে, ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে চাই। দারিদ্র্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ব্যাহত করে। অতএব আমাদের জীবনের প্রত্যাশা হবে উত্তম স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও শিক্ষা, পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা, ক্রয়ক্ষমতা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, স্নেহ-ভালোবাসা, সুখ্যাতি ও সমাজে ভালো অবস্থান।

মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে; ফলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়। মানবসম্পদের এমনি গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন আয়েশি জীবনও নিশ্চিত করে।

দু'জন মানুষের মধ্যে একই ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সম্পদ আহরণে এবং জীবন-যাপনের মানে তারা ভিন্ন হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যায়, তারা সমানভাবে চৌকস নয় এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী। এই বিভিন্নতার অন্যবিধ কারণ হচ্ছে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, গ্রামীণ ও শহুরে আবাসন এবং জীবনের মান উন্নয়নের বৈশ্বিক ধারণার তারতম্য। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সবদিক থেকে অভিন্নতা থাকলেও তাদের জীবন-যাপন প্রণালী দু'ধরনের হতে পারে। চৌকস ব্যক্তির চালচলন ও পোশাক প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া চৌকস ব্যক্তি কথোপকথনে, আলোচনায় ও বাক্যালাপে পরিমার্জিত হয়। সে যুক্তিসহকারে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন করে। জীবন সম্পর্কে তার ধারণা অধিক। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার কথ্যরূপ ব্যবহারে পারঙ্গম। চৌকস ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতি এতই উন্নতমানের যে, মানুষ তাকে নেতৃত্বদানে ইচ্ছুক হয়। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্বে আসীন হয়।

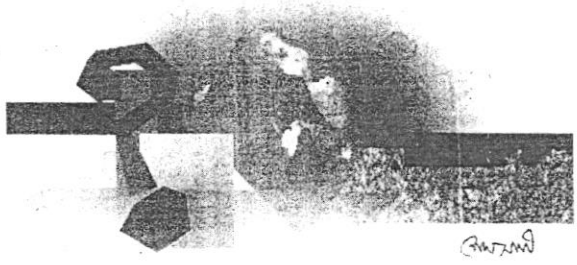

ব্যক্তিজীবনে বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে এমনকি চৌকস হওয়ার জন্য পরিবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবারই হচ্ছে শিক্ষার সূতিকাগৃহ। পরিবারেই একটি শিশুর [illegible] এবং এখানে জীবন সম্পর্কে তার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জিত হয়। [illegible] পিতা-মাতা ও সন্তানদের অন্য চৌকস পরিবারের [illegible]। ফলে অপেক্ষাকৃত চৌকস পরিবারে জন্মগ্রহণ [illegible] ও চৌকস হওয়ার অগ্রাধিকার থাকে। এসব পরিবারের [illegible] অধিক পারঙ্গম হয়। বাংলাদেশসহ অন্যান্য [illegible] কারণে ছেলেসন্তানরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে [illegible] পারে। ছেলেরা অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে [illegible] করে। অনেক পিতা-মাতা মেয়েদের [illegible] করেন। কারণ বিয়ের পর মেয়েরা পরিবার ছেড়ে স্থায়ীভাবে চলে যায়। কন্যাসন্তানদের ঘরের বাইরে যাওয়ার, জ্ঞানার্জনের এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বিধিনিষেধ থাকে। এসব কারণে ছেলেসন্তান ও কন্যাসন্তানদের মধ্যে চাকরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তফাত দৃশ্যমান হয়।

দু'জন মানুষের মধ্যে একই ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সম্পদ আহরণে এবং জীবন-যাপনের মানে তারা ভিন্ন হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যায়, তারা সমানভাবে চৌকস নয় এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী। এই বিভিন্নতার অন্যবিধ কারণ হচ্ছে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, গ্রামীণ ও শহুরে আবাসন এবং জীবনের মান উন্নয়নের বৈশ্বিক ধারণার তারতম্য। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সবদিক থেকে অভিন্নতা থাকলেও তাদের জীবন-যাপন প্রণালী দু'ধরনের হতে পারে।

চৌকস হওয়ার ক্ষেত্রে শহর অঞ্চল বা গ্রামাঞ্চল অথবা শহুরে ও গ্রামের দু'জন ব্যক্তির মধ্যে তফাত দেখা যায়। শহুরে ছেলেমেয়েরা আধুনিক জ্ঞান ও তথ্য সম্পর্কে অধিক হারে জানতে পারে। এটি সম্ভব হয় রেডিও, টিভি, খবরের কাগজ ও শহুরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সংস্পর্শের কারণে। যেমন শহরের একজন ভোক্তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিপণন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, দ্রব্যমূল্য যাচাই করতে পারেন এবং অধিক মুনাফাখোরকে উপেক্ষা করে জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে পারেন। এ প্রসঙ্গে অন্য একটি উপমা হলো : শহর এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা অধিক কার্যকর। কারণ এসব এলাকায় মানুষ সন্তান জন্মদানকে ব্যয়বহুল মনে করে। ফলে তাদের সন্তানসংখ্যা সীমিত থাকে। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ তাদের সন্তানদের নিম্নমানের কাজ করার জন্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তাদের সন্তানসংখ্যাও বেশি।

সুস্থ দেহ, সুস্থ মন ও উত্তম মানবসম্পদের জন্য মানসম্পন্ন খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা জীবনের প্রয়োজনের মৌলিক অংশ। ইংরেজি ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ঐতিহ্যগত কারণে এবং প্রয়োজনের তাগিদে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। অধিকাংশ আধুনিক জ্ঞান এবং উন্নতমানের গবেষণাভিত্তিক সাহিত্য ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি না জানার কারণে আমাদের মানবসম্পদের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। পশ্চিমা দেশগুলো এবং জাপান মানবসম্পদে উন্নত ও এর সুষম বণ্টনে পারদর্শী। এসব দেশের আদলে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত আমাদের ধারণার ক্রমোন্নত পরিবর্তন সম্ভব হবে। এসব দেশের ছাত্রছাত্রীরা সামার সেমিস্টারে কাজ করে ফল ও স্প্রিং সেমিস্টারের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করে। আমেরিকার কিছু কিছু অধ্যাপকও ছাত্রজীবনে নিম্নমানের কাজ করে পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতো। আমেরিকার কিছু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু শিক্ষার্থী অর্থনীতি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডবল মেজর গ্রহণ করে তাদের মেধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগায়। এর ফলে মানবসম্পদ উন্নয়নে তারা অধিক হারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্রম উৎকর্ষতা মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং পরিতৃপ্ত জীবন-জীবিকা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর ও অর্থনীতিবিদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি